Volume: 5 Issue: 3 Pages: 20-24

# দেশভাগের গল্প: রক্ত, বেদনা ও স্মৃতির আখ্যান

**[*1] সুভাষ উপাধ্যায়**

[*1] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**Article Info.**
**E-ISSN: 2583-6528**
**Impact Factor (QJIF): 8.4**
**Peer Reviewed Journal**
**Available online:**
**www.alladvancejournal.com**

**Received:** 05/Feb/2026
**Accepted:** 07/March/2026

***Corresponding Author**
**সুভাষ উপাধ্যায়**
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**Abstract**
সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জ্বালা থেকে মুক্ত হতে না হতে, তাঁদেরকে দেশভাগের মতো জাতীয় সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে জাতিগত বিদ্বেষের দাবানল। এই দাবানলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হয় হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ববোধ। এমনকি দেশভাগের যূপকাষ্ঠে বলি হয় পারস্পরিক সহাবস্থানের নৈতিক মূল্যবোধ। পাশাপাশি ধ্বংস হয় অখণ্ড রাষ্ট্রচেতনার স্পৃহা। এই দেশভাগের পাশবিক যন্ত্রণার হাত থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা কেউই নিস্তার পায়নি। দেশভাগের ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বহুসংখ্যক হিন্দু-শিখ পরিজনকে হারিয়ে, ভিটেমাটিসহ সর্বস্ব হারিয়ে, ওষ্ঠাগত প্রাণ হাতে নিয়ে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ থেকে বহুসংখ্যক মুসলমান আশ্রয় হারিয়ে, জীবন বাঁচানোর তাড়নায় পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। দেশভাগের কালো মেঘ যখন ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে, ঠিক তখনই দুর্দান্ত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঘটে লোক বিনিময়।দেশভাগের মতো জাতীয় সংকট সাহিত্যের পরিসরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আলোড়নের ফলে সাহিত্যের ঠিকানাও পরিবর্তিত হয়। দেশভাগের মত জঘন্য কূটনৈতিক চক্রান্তকে সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের কলমে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিদ্বেষের রক্তাক্ত মুহূর্ত। একই সঙ্গে সাহিত্যিকগণ সাধারণ মানুষের জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবার জীবনালেখ্যও রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, জীবনের তাড়নায় যাঁরা দেশান্তরিত হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতির পটে ভেসে ওঠা জন্মভূমির স্মৃতি বিজড়িত অতীতের মুহূর্তকেও সাহিত্যিকগণ স্বকীয় দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখনীতে দেখিয়েছেন উদ্বাস্তুদের ঠিকানাহীন পরিযায়ী জীবনযাত্রাকে।

**Keywords:** দেশভাগ, দেশভাগের রাষ্ট্রিক সমীকরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাস্তুভিটা হারানোর যন্ত্রণা, নাগরিকত্ব হারানোর হতাশা, রাষ্ট্রিক বিপর্যয়, রক্ত, ‘নো ম্যানস ল্যাণ্ডে’র প্রসঙ্গ, বেদনার স্মৃতির আখ্যান পাঠ পর্যালোচনা ।

## Introduction

‘দেশভাগ’ শব্দবন্ধটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনমানসকে স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিহিংসাময় রাষ্ট্রচেতনার কথা। ব্রিটিশ সরকার পরাধীন ভারতবর্ষের গণসংগ্রামের গতিকে শ্লথ করতে দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক ঘুণপোকাকে রাষ্ট্রচেতনার ভিত্তিমূলে প্রবেশ করায়। ফলস্বরূপ অখণ্ড ভারতবর্ষের বুকে দেশভাগের মহড়া সূচিত হয় এবং জন্ম নেয় হিন্দু ও মুসলিম জাতির ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রচেতনা। এই জাতিগত বৈষম্যতা চারের দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বিভাজনের রাজনীতিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রচেতনার সূর্য যখন প্রায় অস্তমিত, ঠিক তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হয়। স্বভাবতই, এই পঙ্গু স্বাধীনতার হাত ধরে দেশভাগের বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় এবং জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র-যার নাম পাকিস্তান।

দেশভাগের মতো রাষ্ট্রিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে লেখা গৌতম আলীর ‘ঠিকানা’, নীহারুল ইসলামের ‘অথ সীমান্ত কথা’, হাসান আজিজুল হকের ‘পরবাসী’, আশিস সান্যালের ‘জন্মভূমি’, মনোজ বসুর ‘এপার-ওপার’, দেবীপ্রসাদ সিংহের ‘বর্ডার’, জীবন সরকারের ‘ভিটেমাটি’ প্রভৃতি ছোটগল্পকে সুনির্দিষ্ট একটি আলোচনার কেন্দ্রে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করাই আমাদের সংশ্লিষ্ট অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেশভাগের কূটনীতি, দেশভাগের শাণিত

অস্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট নাশকতা, স্বজন হারানোর ও পরিচয় হারানোর মর্মবেদনা, প্রাণের দায়ে ছেড়ে আসা ভিটেমাটির অতীত স্মৃতি রোমন্থন এবং উদ্বাস্তু জনজীবনের পরিযায়ী জীবনযাত্রা সম্পর্কিত অবস্থাকে দেখার চেষ্টা করব।

**দুই.**

ঊনবিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন যখন অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বদ্ধমূলে কুঠারাঘাত করতে থাকে, ঠিক তখন থেকেই সমাজে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বৈষম্যতার কালো দিকটি প্রতিফলিত হয়। তখন সমস্ত দিকে দেখা যায় হিন্দুদের একাধিপত্য। অন্যদিকে মুসলিম জনগণ আন্দোলনের শরিক মাত্র। তাই মুসলিম স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে আলিগড় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ সরকার এই দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ও সহবস্থানের সম্পর্কে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার প্রথম পরিকল্পিত পদক্ষেপ বঙ্গভঙ্গ। এরপর থেকে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার অন্দরমহলে হিন্দু-মুসলিম জাতিগত বিভাজনের রেশ গতি পায়। হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত স্বার্থরক্ষার সমাধান সূত্র হিসাবে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে দার্শনিক ও কবি মহম্মদ ইকবাল মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি পেশ করেন। এরপর ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র চৌধুরী রহমত আলি 'Now or Naver' শীর্ষক ৪/৫ পাতার এক পুস্তিকায় পাকিস্তান নামক একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানায়। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এটি পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিতি পায়। এরপর ১৯৪২ সালের মুসলিম লীগের করাচি অধিবেশনে জিন্না বলেন 'ডিভাইভ এণ্ড কুইট' বা দেশভাগ করো এবং ভারত ছাড়ো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সি. আর. ফর্মূলা, দেশাই ও লিয়াকত আলি প্রস্তাব, ওয়াল পরিকল্পনা, মন্ত্রী মিশন প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পারিক স্বার্থকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধানের উপায় বের করবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিন্না পৃথক পাকিস্তান রাষ্টের দাবিতে অনড় থাকে। শুধু তাই নয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ৫ জন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগ যোগদান করলেও ওই সরকারের প্রতি মুসলিম লীগের কোনো রকম আস্থা ছিল না। তাই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। এই সময় হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে ঘটে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মন্ত্রিসভার অনুমোদন এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সঙ্গে আলোচনাক্রমে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশবিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। একই বছর ১৮ জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয় এবং সেখানে স্থির হয় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের স্বীকৃতির কথা।

দেশভাগের এই কূটনৈতিক চক্রান্তকে ও হিন্দু-মুসলিম স্বার্থরক্ষার সমীকরণকে সাহিত্যিকগণ তাঁদের মনন ও চিন্তনের পরিসরে এনে রাষ্ট্রীয় এই জটিলতাকে সাহিত্যের পরিসরেও স্বকীয় দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গৌতম আলীর 'ঠিকানা', নীহারুল ইসলামের 'অথ সীমান্ত কথা', হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী', আশিস সান্যালের 'জন্মভূমি', জীবন সরকারের 'ভিটেমাটি' প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার করুণ ইতিহাস এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঁচ, মাউন্টব্যাটেনের পাকিস্তান পরিকল্পনা ঘোষণা প্রভৃতি প্রসঙ্গের আভাস।

**তিন.**

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয় হিন্দু-মুসলিম পারস্পারিক সম্প্রীতির মেলবন্ধন। একইসঙ্গে দেখা যায় জাতিগত বিদ্বেষর ফলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কেড়ে নেয় কতশত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ। এই যুদ্ধে যারা আহত-নিহত হয়েছে তাদের তো রক্ত ঝরেছেই, কিন্তু যারা সেইসব রক্ত ঝরার প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের ভেতরের যে রক্ত ঝরার কাহিনি তা সাহিত্যের পরিসরকে চরম ভাবে নাড়া দেয়। জীবন সরকারের 'ভিটেমাটি' গল্পে দেখতে পাই কথকের দেশ ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনা, যেখানে রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষের দাবানলে নিহত মানুষের নিদারুণ অবস্থার কথা। কথকের কথাতেই ফুটে ওঠে এই নাশকতার আশঙ্কা -

> সূর্য আকাশে ডুবলে ভয় লাগে। এই বুঝি এল লুটেরার দল। এই বুঝি গলায় কোপ বসালো। জোয়ান পুরুষগুলা তারা কই?..... তবে কি ধড় থেকে রামদা'র এক কোপে মুন্ডুটা নামিয়ে দিয়েছে? সর্বনাশ![1]

গৌতম আলীর 'ঠিকানা' গল্পে ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আর এক বীভৎস রূপ। এই গল্পের কথকের বাবা তার বাপের ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যাবে না অর্থাৎ দেশভাগ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার রোষানল তাকে এবং তার পরিবারকে দগ্ধ করে দেয়। এই নিদারুণ পরিস্থিতির জবানবন্দি দিতে গিয়ে কথক বলেছেন -

> দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল। বাপ নির্বিকার। খুন-জখম হল। ভয়ে মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। [2]

হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' গল্পে চিত্রিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিদারুণভাবে বাসস্থান ও সাথে সাথে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে প্রাণ হননের কলঙ্কিত অধ্যায়। এই গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন-

> পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন একছার কাটচে -কলকাতায় তেমনি কাটচে মোচলমানদের। [3]

একইসঙ্গে 'জন্মভূমি' গল্প দেখতে পাই মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নিধন যজ্ঞের কথা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা কিভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তকে রক্তগঙ্গায় পর্যবসিত করল, তার নিদারুণ পরিস্থিতির কথা সাহিত্যিকগণ মরমী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং তা সাহিত্যের পরিসরে উপস্থাপন করেছেন। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গে কৃষাণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটির কথা স্মরণ করতে পারি। এই গল্পে দেখা যায় হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক হত্যালীলার চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কালো অধ্যায়। একই সঙ্গে দেখা যায় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের নারীর ইজ্জতহানি থেকে শুরু করে পারস্পারিক সম্পত্তির জবরদখলের খেলায় মেতে উঠেতে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি-

> ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিপর্যয়ের ঘটনা দেশভাগ।.....ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি, চিরাভ্যস্ত জীবন ছেড়ে অনির্দেশ্যর পথে বেরিয়েছিল। গণনাতীত মৃত্যু, অগণিত ধর্ষণ, চূড়ান্ত নির্মমতা; অনেক জীবন পথেবিপথে, শিবিরে, দেশান্তরে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। [4]

আবার মনোজ বসুর 'এপার-ওপার' গল্পের প্রথমেই রূপ পেয়েছে চেনা মানুষ নাশকতায় দিকভ্রষ্ট হয়ে কিভাবে অচেনা হয়ে ওঠে তার ছবি। চেনা মানুষের অচেনা রূপ চিত্রণ করতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন-

....শত শত কণ্ঠে গর্জন উঠে। মানুষের চেহারা বদলে যায়। যারা হেসে ছাড়া কথা কইতে পারে না, তাদের চালচলনে শাণিত তরবারির ঝিলিক যেন। [5]

আলোচ্য এই গল্পেই দেখতে পাই নাশকতার তীব্র উন্মাদনা। এই নাশকতা যে জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিফল তা সিরাজুলের কন্ঠে স্পষ্ট ভাষায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে-

মারামারি হচ্ছে মানুষ ধরে নয়- জাত ধরে। হিন্দু যেখানে শক্তিমান তারা মুসলমান মারছে, মুসলমান সুবিধা পেলে হিন্দু মারবেই। [6]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অখন্ড ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম ছিল একই বৃন্তে দুইটি কুসুম। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া পৃথক রাষ্ট্র চেতনা হিন্দু-মুসলিমকে বৃন্তচ্যুত করে দুটি ভীন্ন গ্রহের প্রাণীতে পরিণত করে। যাদের চোখে দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতার তীব্র উন্মাদনা। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি-

পৃথিবীর পথে পথে নিহত ভ্রাতাদের ভাই আমি। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনর্গল শৃঙ্খলে, এই পাপচক্রে আমিই হত, আমিই হন্তা। [7]

**চার.**

স্বজন হারানোর বেদনার সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনকে পরিচয় হারানোর বেদনায় আচ্ছন্ন করে দেশভাগ। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাষ্ট্রিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করলে অনেক মানুষ পরিচয় হারিয়ে ছিন্নমূলের জনস্রোতে ভেসে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি শঙ্খ ঘোষের 'মন্ত্রীমশাই' কবিতার বেশ কয়েকটি লাইনের কথা-

"জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।
দিন কেটেছে চোরের মতো দিনভিখারির মতো
পথে বিপথে....."

[শঙ্খ ঘোষ: 'মন্ত্রীমশাই']

পরিচয় হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষদের পরিযায়ী জীবনযাত্রার ভাগ্যহীনতার অনুপুঙ্খ বিবরণ উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পগুলিতে। গৌতম আলীর 'ঠিকানা' গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে 'ক্রাইসিস অব আইডেন্টিটি' বা পরিচয়ের সংকটকে কেন্দ্র করে। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় নাগরিকত্বের জন্য ইসলাম ধর্মালম্বী এক বৃদ্ধলোকের করুণ বিলাপ

আল্লা, মেহেরবান! তুমি আমারে কয় দাও-কোনডা আমার দ্যাশ। [8]

বৃদ্ধের বিলাপের সূত্র ধরে গল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখতে পাই, বৃদ্ধের জন্মস্থান হল অবিভক্ত বাংলায়। তার সেই ঠিকানায় ছিল না কোনো পূর্ব-পশ্চিমের বিভাজন রেখা। বৃদ্ধ যখন জন্মভূমি থেকে স্বধর্মের দেশের সীমানায় যায়, তখন সেই দেশের সীমান্তরক্ষীর কাছে সে অবাঞ্ছিত। আবার জন্মভূমিতে ফিরে এলে অনুপ্রবেশকারীর তকমায় ক্ষতবিক্ষত হয় বৃদ্ধের পরিচয়। স্বভূমের ও স্বধর্মের কোনো দেশের নাগরিকত্ব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের কপালে যে পরিচয় জুটলো সেই প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন-

অনাহারে, অনিদ্রায়, খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইল তারা।একদিকে স্বদেশ অন্যদিকে স্ব ধর্মের দেশ, অথচ কোনো দেশেইঢুকবার অধিকার নেই তাদের। মাঝখানে আমবাগান-কলাবাগানের সামান্য একটু জমি, যা সরকারি ভাষায়- 'নো-ম্যান্সল্যাণ্ড'। [9]

নীহারুল ইসলামের 'অথ সীমান্ত কথা' গল্পেও ফুটে উঠেছে বর্ডার পেরিয়ে স্বভূমে আসার জন্য পাসপোর্ট বা ভিসার প্রসঙ্গ। সীমান্তরক্ষীদের বলতে শোনা যায়-

- কাঁহা সে আ রহা হ্যায়, বলিয়ে!
- পাসপোর্ট হ্যায় আপ কে পাস? [10]

পাশাপাশি সীমান্তরক্ষীদের অশালীন আচরণের এবং সীমান্তের অনুশাসনের চিত্ররূপ লেখক আলোচ্য গল্পের কাহিনিবৃত্তে তুলে ধরেছেন। এছাড়া দেখতে পাই, ভিনদেশী লেখকের রচনার কারণে এবং ভিনদেশী টাকার জন্য ভোগান্তির দৃষ্টান্ত। এমনকি সীমান্তরক্ষীদের সাধারণ মানুষদের থেকে ভেট নেওয়ার প্রসঙ্গও সমানভাবে চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সীমান্তরক্ষী কর্তৃক চোরাকারবারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন-

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।..... চোরাকারবারের লাইন শুরু হবে। কত কী এপার-ওপার হবে। গরু, সোনার বিস্কুট, হেরোইন, দাগী অপরাধী। [11]

যে জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ির টান সেই জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট বা ভিসা দেখানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু সীমান্তরক্ষীরা যখন ভিসা ছাড়া চোরাকারবারের নেশায় মেতে ওঠে তা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচয় হীনতার বেদনা চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে। হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' গল্পে ব্যক্ত হয়েছে পরিচয় হারানোর বেদনার একই প্রতিচ্ছবি।এই গল্পেও দেখা যায় সাম্প্রদায়িক লোকবিনিময়ের আঁচ। মুসলমানরা পাকিস্তানেও ঢুকতে যেমন ব্যর্থ, আবার ভারতে ফিরে আসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এই সব ছিন্নমূল মানুষের 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ' গল্পের কয়েকটি লাইন ধার নিয়ে বলতে পারি-

"দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীর মত তারা চলছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেন্টিটির সন্ধানে"

[প্রফুল্ল রায়: 'অনুপ্রবেশ']

**পাঁচ.**

জাতিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। এই দেশভাগের মাশুল সিংহভাগ এসে পড়ে সাধারণ মানুষদের ওপর। কার্যত ধর্মের ভিত্তিতে লোকবিনিময় ঘটে ভারত ও পাকিস্তানে। সেইসব ছিন্নমূল মানুষের স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে জন্মভূমির নানান স্মৃতি। আর এই জন্মভূমি কেন্দ্রিক অতীত স্মৃতি রোমন্থন প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন-

নিজের জন্মভূমি, নিজের গ্রাম যে এত প্রিয়, এত গরীয়সী সে কি শুধু দরাজ মনের ভাবালুতা? সে কি শুধু দশের মুখে শোনা কথা? পৃথিবীর সবচেয়ে হতশ্রী পল্লীতে জন্মের জীর্ণ কুটিরটি নিজের চোখে তাজমহলের চেয়েও সুন্দর লাগে- [12]

আলোচ্য গল্পগুলিতে রয়েছে স্মৃতি রোমন্থনের অজস্র উদাহরণ। মনোজ বসুর 'এপার-ওপার' গল্পে দেখতে পাই হিমাংশু চার বছর পর জন্মভূমিতে ঘুরতে আসে এবং সে গ্রামের পথে চলতে চলতে দেশভাগের সময়কার দাঙ্গার কথা স্মরণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, হিমাংশু ফেলে যাওয়া গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান গ্রাম্য পরিবেশের তুলনা করতে গিয়ে যে স্মৃতির সম্মুখীন হয় তা হল-

সে দিনের সঙ্গে কোন মিল নেই। গ্রাম-সীমানার দু'দিকে ডাল-মেলানো বিশাল বটগাছ, হরিতলা- হরি ঠাকুর দুই বাহু বিস্তার করে নিঃসঙ্গ গ্রাম আগলাচ্ছেন। পালাপার্বণে ইদানীং ঢাক বাজে না, আর এখানে বৃক্ষমূলে সিঁদুর মাখা ঘটস্থাপনা হয় না। [13]

আশিস সান্যালের 'জন্মভূমি' গল্পের দিকে তাকালে দেখতে পাবো হিমাংশুর মতোই পরিতোষও ছেড়ে যাওয়া জন্মভূমিকে দেখবার লোভে জন্মভূমিতে ঘুরতে আসে এবং পূর্বেকার স্মৃতির আবেশে মেতে উঠে। পরিতোষের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে দেশবিভাগের পূর্ববর্তী প্রকৃতির শোভায় সজ্জিত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির কথা।

পৌষের শীতে কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। বালিয়াড়ির বুক চিরে এক চিলতে জল কল কল ছুটে চলেছে ভাটির দিকে। কত-নাম-না জানা পাখির কিচিরমিচির। [14]

জীবন সরকারের 'ভিটেমাটি' গল্পেও দেখতে পাই স্মৃতিচারণের একই দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, আলোচ্য গল্পে স্মৃতির হাত ধরে অতীত জীবনকে পুনর্নির্মাণের প্রয়াসও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি-

.....শুরু হল স্মৃতিকথায় দেশের একটা হদিশ পাওয়ার চেষ্টা। দেখা গেল অনেকেই খুঁজেছেন, খুঁজছেন। সে-দেশ- মানচিত্রে খণ্ড অংশ বা ইতিহাসের ছিন্ন অধ্যায় শুধু নয়, দেশবাসীর শ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতিদিনের অভ্যাসে, স্বপ্নে-জাগরণে, প্রণয়ে প্রয়াণে জল মাটি বাতাসের স্পর্শে লেগে-থাকা জেগে-থাকা মাতৃজঠরের মতো দেশকল্প। [15]

গৌতম আলীর 'ঠিকানা' গল্পে উঠে এসেছে ঠিকানাহারা এক বৃদ্ধের দেশভাগ পূর্ববর্তী জীবনযাপনের কথা। সেই অতীত স্মৃতি কথায় পারিবারিক সুদিনের কথাও উঠে এসেছে। পাশাপাশি এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে অবিভক্ত বাংলায় বসবাসের সময়কার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহবস্থানের প্রতিচ্ছবিও।

**ছয়.**

দেশভাগ বিষয়টি আলোচনার সূত্রেই আমরা জানতে পারি স্বাধীনতা পূর্ব দেশভাগ কেন্দ্রিক কূটনৈতিক চক্রান্তের কথা। পাশাপাশি জানতে পারি যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ছন্দপতন মুহূর্তেরও কথা। সমাজ ও সাহিত্যের পরিপূরক সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আমাদের দেশভাগের মতো অস্থির সময়ের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সাক্ষী হতেই হয়। তাই দেশভাগের বিষন্নতা জনজীবনকে কতখানি গ্রাস করে, তার জীবন্ত ভাষ্য হিসেবে আলোচ্য ছোটগল্পগুলির নাম করতেই পারি। মনোজ বসুর 'এপার-ওপার' গল্পে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছে। গল্পের মধ্যে দেখতে পাই, হিমাংশু ও সিরাজুলের বাল্যবন্ধুত্ব কীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রোষানলে দগ্ধ হয় তার প্রতিচ্ছবি। পাশাপাশি দেখা যায় ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ নিধন, যেখানে দোষী-নির্দোষী, ন্যায়-অন্যায় কোন ধারণার স্থান নেই। আশিস সান্যালের 'জন্মভূমি' গল্পের প্রথমাংশ উঠে এসেছে পরিতোষের দেশভাগ পূর্ববর্তী জন্মভূমির স্মৃতি রোমন্থনের কথা। একই সঙ্গে দেখতে পাই, জাতিগত বিদ্বেষের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগের নিদারুণ মুহূর্তকে। শুধু তাই নয়, দেশভাগের কূটনৈতিক চক্রান্ত এবং ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধ লাগানোর ষড়যন্ত্রও সমানভাবে বর্ণিত হয়েছে। জননী জন্মভূমি স্বদেশের পরিবর্তে পরিণত হল বিদেশে। নিজের জন্মভূমি এবং দেশভাগের কারণে সৃষ্ট বিদেশে প্রবেশের সময় পাসপোর্ট/ভিসা দেখানোর আইন মায়ের থেকে সন্তানকে ছিন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন সরকারের 'ভিটেমাটি' গল্পের দিকে তাকালে আমাদের বেদনার জ্বালায় বিদ্ধ হতেই হয়। গল্পের শুরুতেই রয়েছে দেশভাগ ও তৎকালীন রাষ্ট্রিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম জীবন। দেশভাগের রোষানল থেকে বাঁচানোর তাগিদে জীবনের মা জীবনকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেয়। মাতৃভূমিকে ছেড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়। তাই বলতে পারি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামকরণ এবং জীবন বাঁচানোর সংগ্রাম একীভূত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গল্পে শোনা যায় এই পঙ্গু স্বাধীনতার প্রতি সাধারণ মানুষের অবজ্ঞার প্রতিধ্বনি। দেবীপ্রসাদ সিংহের 'বর্ডার' গল্পের প্রারম্ভে দেখা যায় সীমান্তরক্ষী এবং সীমান্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য। পাশাপাশি দেখা যায়, বর্ডারের ব্যাপ্তির কথাও। বাঁচার তাগিদে সাধারণ মানুষ সীমান্তে এলে, তাদের উপর সীমান্তরক্ষীদের অশালীন আচরণের কাহিনি এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি সীমান্তরক্ষীরাও ধর্ম ধরে কটূ কথা শোনায় সাধারণ মানুষদের। গল্পের শেষে গল্পকার চমৎকার উপমার মাধ্যমে সীমান্তে নরনারীর জীবনধারণের কঠোর মুহূর্তকে চিত্রায়ন করেছেন। গৌতম আলীর 'ঠিকানা' গল্পে দেখতে পাই, পরিচয় হারানোর বেদনা। এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ক্রাইসিস অফ আইডেন্টিটি'। এই পরিচয় সংকটের প্রধান কারণ দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাশাপাশি এই গল্পে দেখতে পাই, 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে'র প্রসঙ্গও। এই 'নো ম্যানস ল্যাণ্ডে'র বাসিন্দারা ভারত বা পাকিস্তান কোনো দেশের নাগরিকত্ব যেমন পায় না, তেমন এরা উভয় দেশের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। এই এলাকার মানুষজনের অবস্থা ইতর প্রাণীর থেকেও দুর্বিষহ। নীহারুল ইসলামের 'অথ সীমান্ত কথা' গল্পে 'বডার' গল্পের মতো সীমান্তের জীবনকথা প্রতিভাস্য হয়ে উঠে। গল্পে দেখা যায় সীমান্তরক্ষীদের অপশাসন এবং ভেট বা নজরানা নেওয়ার মানবিক বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সূত্র দেশভাগের মতো দমকা হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হওয়ার প্রতিফল রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মানুষ যখন মনুষ্যত্বের ধর্মকে ছেড়ে বাহ্যিক ধর্মকে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন করে তুলে, তখনই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এমন ভ্রাতৃহন্তারক সংগ্রামের ধ্বংসাত্মক মুহূর্ত। পাশাপাশি দেখতে পাই অখন্ড দেশের মানুষের দেশভাগের ফলে পরিচয় হারানোর বেদনার কথাও। সাধারণ মানুষ পারস্পরিক সহবস্থানের স্বাধীনতা চেয়েছে কিন্তু তারা পেয়েছে পূর্ব পশ্চিমের সীমারেখায় বদ্ধ স্বাধীনতা। এই সীমারেখার নির্মাণে ভৌগোলিক সীমানার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছিল ধর্মকে। গল্পগুলির মধ্যে দেখতে পাই জন্মভূমি ছেড়ে স্বধর্মের দেশে লোকবিনিময়ের ক্রন্দনরত জনগণের চিত্ররূপ। এইসব ভাগ্যহীনা সাধারণ জনগণ সর্বস্ব খুঁইয়ে স্বধর্মের দেশে গিয়ে পরিণত হয় উদ্বাস্তু বা শরণার্থীতে। আবার অনেকে বেঁচে থাকার প্রাথমিক রসদের সংস্থান না হওয়ায় ফিরে আসতে চায় স্বভূমে অর্থাৎ নিজেদের জন্মভূমিতে। কিন্তু তখন তারা সীমান্তে এসে ভিনদেশী তকমায় ক্ষতবিক্ষত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের কাছে চাওয়া হয় পাসপোর্ট-ভিসার আইনি কাগজ। সীমান্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা স্বধর্মের দেশে পুনরায় যেতে চাইলে, সেখানের সীমান্তেরধারেও একই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যবর্তী স্থানে তারা পরিচয় হারিয়ে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড' এর বাসিন্দাতে পরিণত হয়। গল্পগুলিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলেই অনুভব করতে পারি জন্মভূমিকে ছেড়ে আসা মানুষের স্মৃতি রোমন্থনে তাড়নার কথা। সেইসব স্মৃতিতে ছিল না ধন-সম্পদের উচ্চাভিলাষ, ছিল জন্মভূমি মায়ের প্রতি নাড়ির টান। স্মৃতির তুলিতে ফুটে ওঠে হিন্দু-মুসলিমের পারস্পারিক আনন্দমুখর মুহূর্তের কথা, যেখানে ছিল না কোন ধর্মের রোষানল, ছিল না পূর্ব পশ্চিমের সীমারেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশভাগের কারণে সৃষ্ট হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা, নো ম্যানস ল্যান্ড, এমনকি সীমান্ত বরাবর দেশভাগে আক্রান্ত জনমানুষের স্মৃতিকথা বিষয়ক আলোচনার কাজ গতি পাচ্ছ। বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের পরিচয়ের সংকট। আজও সেই সব ছিন্নমূল মানুষ কোন দেশের নাগরিক তা নিয়ে প্রশ্নের রেশ থেকেই যায়। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই জাতীয় নাগরিকপঞ্জির মতো হৃদয়বিদারক বিষয়।

**তথ্যসূত্র:**

1. সরকার, জীবন, 'ভিটেমাটি', সাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), দেশভাগের গল্প রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা. ২৪৩
2. আলী, গৌতম, 'ঠিকানা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৪০
3. হক, হাসান আজিজুল, 'পরবাসী' পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০৬
4. সিকদার, অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৫
5. বসু, মনোজ, 'এপার-ওপার', সাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), দেশভাগের গল্প রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৭
6. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯
7. আনন্দবাজার পত্রিকা, 'রবিবাসরীয়', ২৮ আগস্ট, ২০০৫ [উৎস: সিকদার, অশ্রুকুমার, 'আমি মানুষ মেরেছি', ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ১৪৪]
8. আলী, গৌতম, 'ঠিকানা', সাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), দেশভাগের গল্প রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৩৯
9. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৪৩
10. ইসলাম, নীহারুল, 'অথ সীমান্ত কথা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭১
11. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৭৬
12. গুহ, নরেশ, মধুময় পাল (সম্পা.) দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১১, পৃষ্ঠা. ১৭
13. বসু, মনোজ, 'এপার-ওপার', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৯
14. সান্যাল, আশিস, 'জন্মভূমি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৯১
15. পাল, মধুময় (সম্পা.) দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১১

**গ্রন্থপঞ্জি:**


1. ঘোষ, সেমন্তী (সম্পা.) দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ১ মার্চ, ২০০৮
2. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, (সম্পা.) দেশভাগের গল্প রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১৬
3. পাল, মধুময় (সম্পা.), দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১১
4. সিকদার, অশ্রুকুমার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৫
5. সিংহ, কঙ্কর, ১৯৪৭'র বাংলা বিভাগ অনিবার্য ছিল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১২